গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর কর্মসম্পাদন সূচক ১.৩ অনুযায়ী সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখ ১১.৩০ টায় অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ২য় সভার রেকর্ড নোটস:

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত এবং মহান বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার প্রারম্ভে তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। তিনি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহিদকে এবং ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ শাহাদতবরণকারী সকল শহিদকেও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন । সভাপতি বলেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ খ্রিঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় শুদ্ধাচার চর্চা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত শুদ্ধাচারও জরুরি। প্রতি ৩ মাস পর পর অংশীজনের (Stakeholder) অংশগ্রহণে আয়োজিত সভায় সেবা প্রত্যাশীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্যা/মতামত পর্যালোচনায় সেবা সহজীকরণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় তিনি ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, এ সভার মূল উদ্দেশ্য হলো শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় কিভাবে অধিদপ্তরের সেবাসমূহ অর্থাৎ TCV (Time, Cost, Visit) কমিয়ে আনা যায় সে বিষয়ে অংশীজনের বক্তব্য শ্রবণ এবং তৎপ্রেক্ষিতে সেবা সহজীকরণ। তিনি উপস্থিত অংশীজনের উদ্দেশ্যে বলেন, ইতোমধ্যে প্রিকারসর কেমিক্যালস/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স/নারকোটিক্স ড্রাগস এর বার্ষিক কোটা পুন:নির্ধারণ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গঠিত কমিটি কর্তৃক গোডাউনের ধারণ ক্ষমতা, তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ ও চাহিদার যৌক্তিকতার আলোকে বার্ষিক কোটা পুন:নির্ধারণ করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, বিদ্যমান পদ্ধতিতে ডিডি পারমিটের (পেথিডিন/মরফিন) কোটা উত্তোলনের জন্য দেশের সকল পারমিটধারীকে ঢাকা জেলা কার্যালয়ে এসে প্রতিস্বাক্ষর করে গাজীপুরস্থ গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হতে পেথিডিন/মরফিন ইনজেকশন/ট্যাবলেট গ্রহণ করতে হতো। উক্ত পদ্ধতির কিছু পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক জেলা কার্যালয় হতে পারমিটধারীগণ যাতে পেথিডিন/মরফিনের কোটা উত্তোলন করতে পারেন সে বিষয়ে গণস্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে পরিচালক (প্রশাসন) উপস্থিত অংশীজনকে স্ব স্ব পরিচয় ব্যক্ত করে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। অত:পর নিম্নরূপভাবে আলোচনা/পর্যালোচনা করা হয় :

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
১.	মনি ড্রাগ হাউজ প্রতিনিধি ডিডি পারমিটের (পেথিডিন/মরফিন) কোটা উত্তোলনের বিষয়টি সহজীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সকল ডিডি লাইসেন্সীর পক্ষ থেকে অধিদপ্তরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস্ অক্সিমরফিন ইনজেকশন/ট্যাবলেট তৈরি করে থাকে, কিন্তু তাদের সরবরাহ অপ্রতুল হওয়ায় কোটা উত্তোলন করা যায়না। উক্ত ঔষধটি অন্যকোন কোম্পানীকে উৎপাদনের অনুমোদন দেয়া যায় কি-না বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, জিসকা ফার্মাসিউটিক্যালস্ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠান জানুয়ারী/২০২৩ পর্যন্ত সময় নিয়েছে। মহাপরিচালক বলেন, অক্সিমরফিন ইনজেকশন/ট্যাবলেট উৎপাদনের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান আগ্রহী হলে/আবেদন করলে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।
২.	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রতিনিধি বলেন, প্রিকারসর কেমিক্যালস্/সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানির পূর্বানুমতি প্রদানে One stop service অর্থাৎ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করলে যাতে প্রধান কার্যালয় হতেই আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়-বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	অতিরিক্ত মহাপরিচালক বলেন, One stop service প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার সকল অধিদপ্তরের আওতাধীন সেবাসমূহ এক প্লাটফর্মে আনার জন্য myGov প্লাটফর্ম নিয়ে কাজ করছে। এই ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফর্মটি বাস্তবায়নে a2i কাজ করছে। ইতোমধ্যে অধিদপ্তরের সাথে a2i টিমের সদস্যদের নিয়ে ২টি সভা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অধিদপ্তরের কয়েকটি সেবা অন্তর্ভূক্ত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রম.	অংশীজনের (Stakeholder) বক্তব্য	অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বক্তব্য
৩.	ওমেগা পয়েন্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, আমরা সাধারণত: মাদকাসক্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করে থাকি। সম্প্রতি অনেক রোগী আসে যারা মোবাইল আসক্ত। মোবাইল আসক্তদের চিকিৎসা প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার বিষয়ে অনুরোধ জানান। নিরাময় কেন্দ্রের অনুদানের বিষয়ে তিনি বলেন, যথাযথ প্রক্রিয়ায় এবং যথাসময়ে তিনি অনুদান প্রাপ্তির আবেদন দাখিল করেন। আবেদনটি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে এখনো আসেনি। এ বিষয়ে তিনি প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা করেন।	• মহাপরিচালক বলেন, মাদক বিষয়ক জাতিসংঘের ০৩টি কনভেনশনের মধ্যে মোবাইল আসক্তির বিষয়টি সিডিউলভূক্ত নয় বিধায় নারকোটিক সিডিউলের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা দেয়া যাবেনা। তিনি আরো বলেন, Early Worning System বিষয়ে সম্প্রতি অধিদপ্তরে একটি ওয়ার্কসপ করা হয়েছে। পরিচালক (অপারেশনস্) বলেন, মোবাইল আসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। • অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয় বলেন, "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলির জন্য সরকারি অনুদান সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২২" অনুযায়ী ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় হতে সুপারিশসহ আবেদন প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
৪.	ওমেগা পয়েন্ট এবং আইকন কেয়ার লি: মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, আমাদের কাছে এমন কিছু রোগী আসে যারা স্বামী-স্ত্রী দু,জনেই মাদকাসক্ত। এক্ষেত্রে নিরাময় কেন্দ্রে রোগী ভর্তির বিষয়ে অভিভাবক কে হবেন সে বিষয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়।	স্বামী-স্ত্রী দু,জনেই মাদকাসক্ত হলে রোগীর অভিভাবক কে হবেন সে বিষয়ে মহাপরিচালক বলেন, বিদ্যমান আইনে যাকে অভিভাবক নির্ধারণ করা হয়েছে তিনিই অভিভাবক হবেন। উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা) বলেন, "বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাস কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১"-এ অভিভাবকের সংজ্ঞা দেয়া আছে।
৫.	বাংলাদেশ ইয়ুথ ফার্স্ট কনসার্ন প্রতিনিধি বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবা ও এর মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত বছরের তুলনায় অনুদান বৃদ্ধি করা যায় কিনা-বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। তিনি আরো বলেন, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য ডেইলি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রশিক্ষণ দেয়া যায় কিনা?	• মহাপরিচালক বলেন, বিগত বছরের তুলনায় অনুদান বৃদ্ধি করা যায় কিনা-সে বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রয়োজন। • প্রশিক্ষণের বিষয়ে তিনি বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসাসেবা ও এর মান বৃদ্ধির বিষয়ে ইকো ট্রেনিং চলমান রয়েছে, যার কোন বিকল্প নেই। এতদসংশ্লিষ্ট এটিই ভালো মানের প্রশিক্ষণ।
৬.	সৃষ্টি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিনিধি বলেন, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং এর অংশ হিসেবে রোগীদের অভিভাবকগণকে সচেতনতার বিষয়ে কোন কর্মসূচী/প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় কিনা-বিষয়টি বিবেচনার জন্য তিনি অনুরোধ জানান।	মহাপরিচালক বলেন, মাদকাসক্ত রোগীর অভিভাবকগণকে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এ বিষয়ে আপনারা আগ্রহী হলে আলোচনা করে উদ্যোগ গ্রহণ করা যায়।

পরিশেষে মহাপরিচালক এ ধরনের অংশীজনের সভায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/স্বত্বাধিকারীকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান। পাশাপাশি সভায় অংশগহণের জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য।

দীপজয় খীসা
সহকারী পরিচালক (প্রশাসন)

মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও পরিকল্পনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

মোঃ আজিজুল ইসলাম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা
মহাপরিচালক